সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক লাঞ্ছনা

ধর্ম অবমাননার প্রমাণ পায়নি তদন্ত কমিটি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নারায়ণগঞ্জের লাঞ্ছিত প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে অবমাননার অভিযোগের প্রমাণ পায়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। গতকাল অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জমা পড়া তদন্ত প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে ছাত্রের বক্তব্যের ভিত্তিতে বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই শিক্ষার্থী রিফাত হাসান একেক সময় একেক কথা বলেছে। তার দাবি অসত্য বলে তারা প্রমাণ পেয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্যামল কান্তি ভক্তের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সই নিয়েছিল। যে প্রক্রিয়ায় শ্যামল কান্তিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তা বিধি-বহির্ভূত হওয়ায় ওই শিক্ষককে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু সাংবাদিকদের জানান, চার দফা সুপারিশসহ কমিটির ওই প্রতিবেদন হাতে এসেছে। আগামী ২৯ মে তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিক্ষক : লাঞ্ছনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হবে। মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের পূর্ব থেকে একটা দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। সেখানে যে আর্থিক অনিয়ম আছে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তথ্য উদঘাটন করার জন্য তারা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি) সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন, ছাত্র রিফাত যে কমপ্লেইন করেছিল, তদন্ত কমিটি দেখেছে- ঘটনা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছনার ঘটনায় জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানসহ দোষীদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বুধবার একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপক্ষের কাছে জমা দেন নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি)। একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃথক একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপক্ষের কাছে জমা দেয়া হয়। তবে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসকের পাঠানো প্রতিরেদনে কী উল্লেখ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।